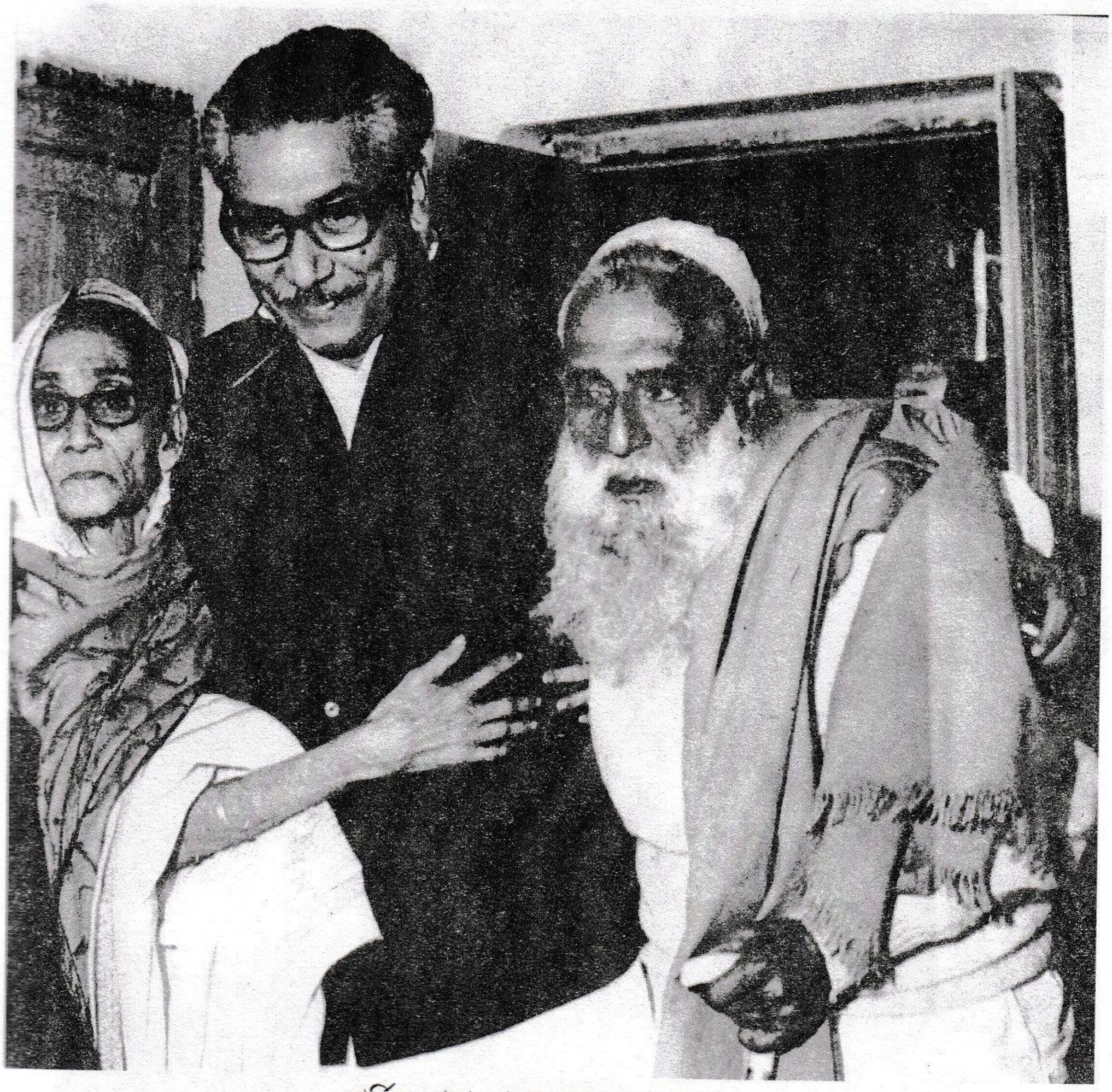

গর্বিত বাবা-মায়ের সাথে বঙ্গবন্ধু

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়ি

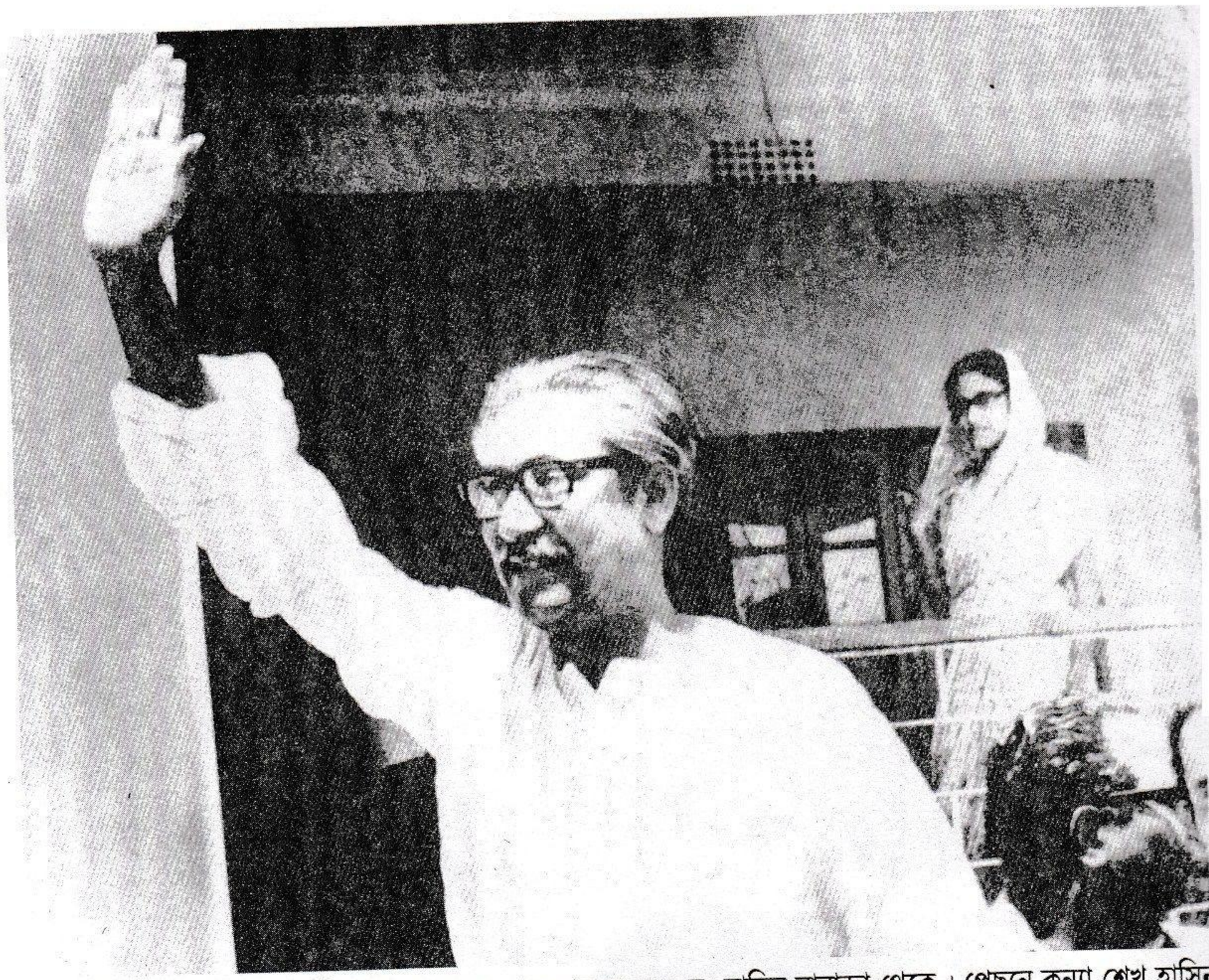

২৩ মার্চ ১৯৭১ : জনতার অভিনন্দনের জবাবে হাত নাড়ছেন ৩২ নং বাড়ির বারান্দা থেকে। পেছনে কন্যা শেখ হাসিনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুননেসা

গর্বিত পিতার সাথে গর্বিত কন্যা শেখ হাসিনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল ও দুই মেয়ে শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা

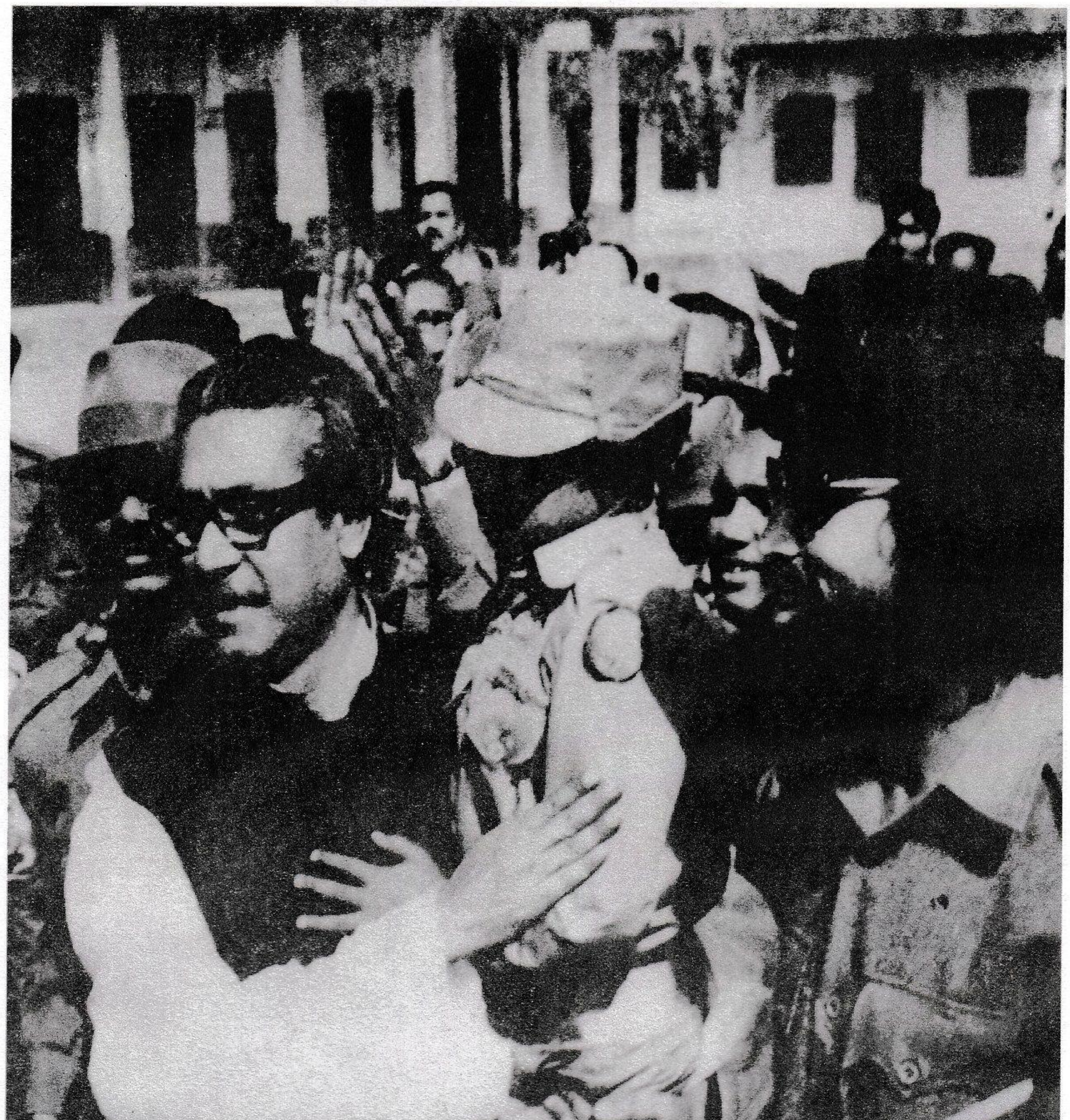

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ গ্রেনেড ছুঁড়ে হানাদার বাহিনীর বাংকার বিধ্বস্তকারী শিশু মুক্তিযোদ্ধা শহীদুর রহমান লালুকে বঙ্গবন্ধু তার সাহসের জন্য কোলে তুলে নেন। পাশে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

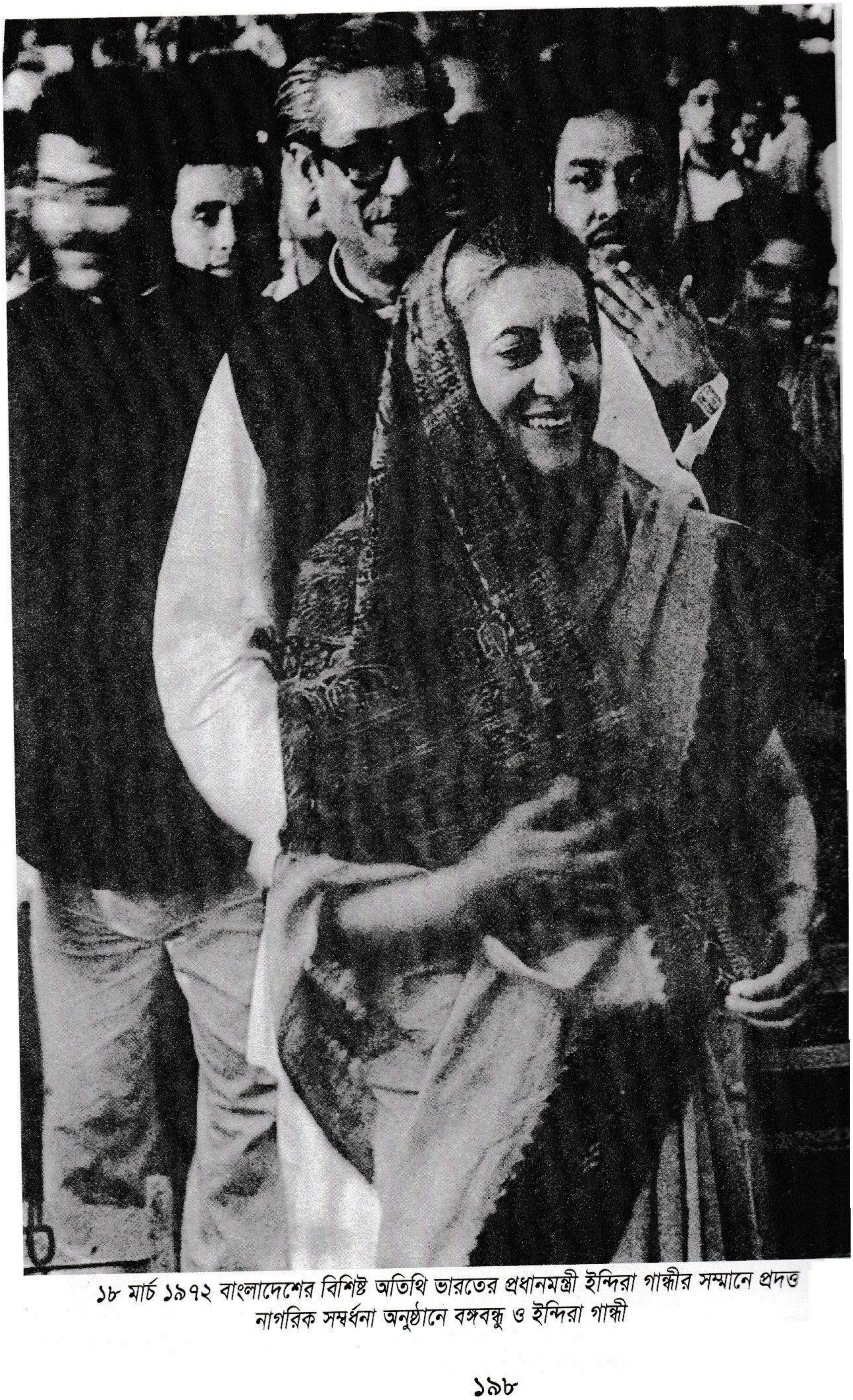

১৮ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের বিশিষ্ট অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তেজগাঁও বিমানবন্দর, মার্চ, ১৯৭২

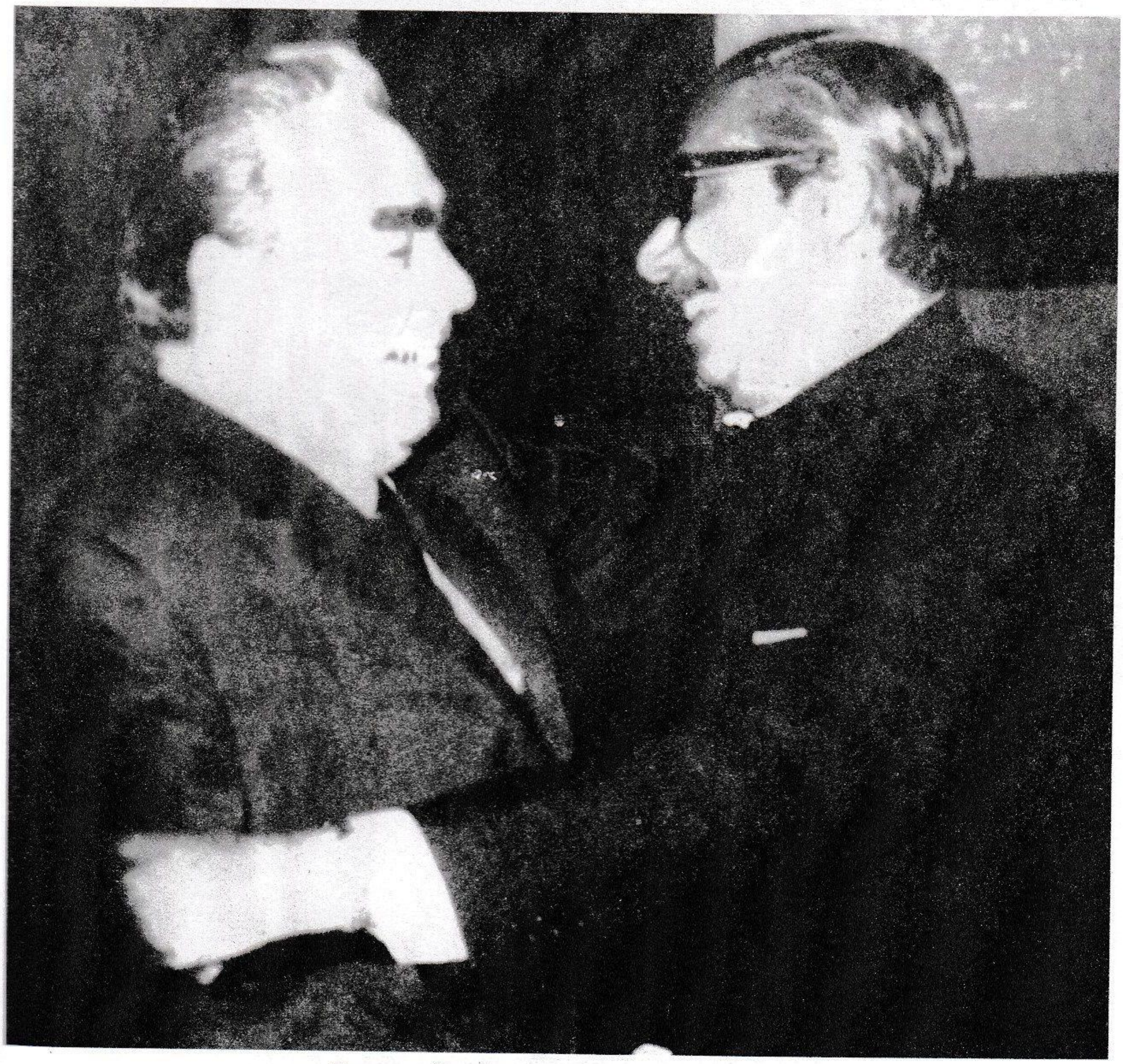

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

ফরাসির বুদ্ধিজীবী ও কূটনীতিক আর্দে মালরো ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের সাথে আলাপরত

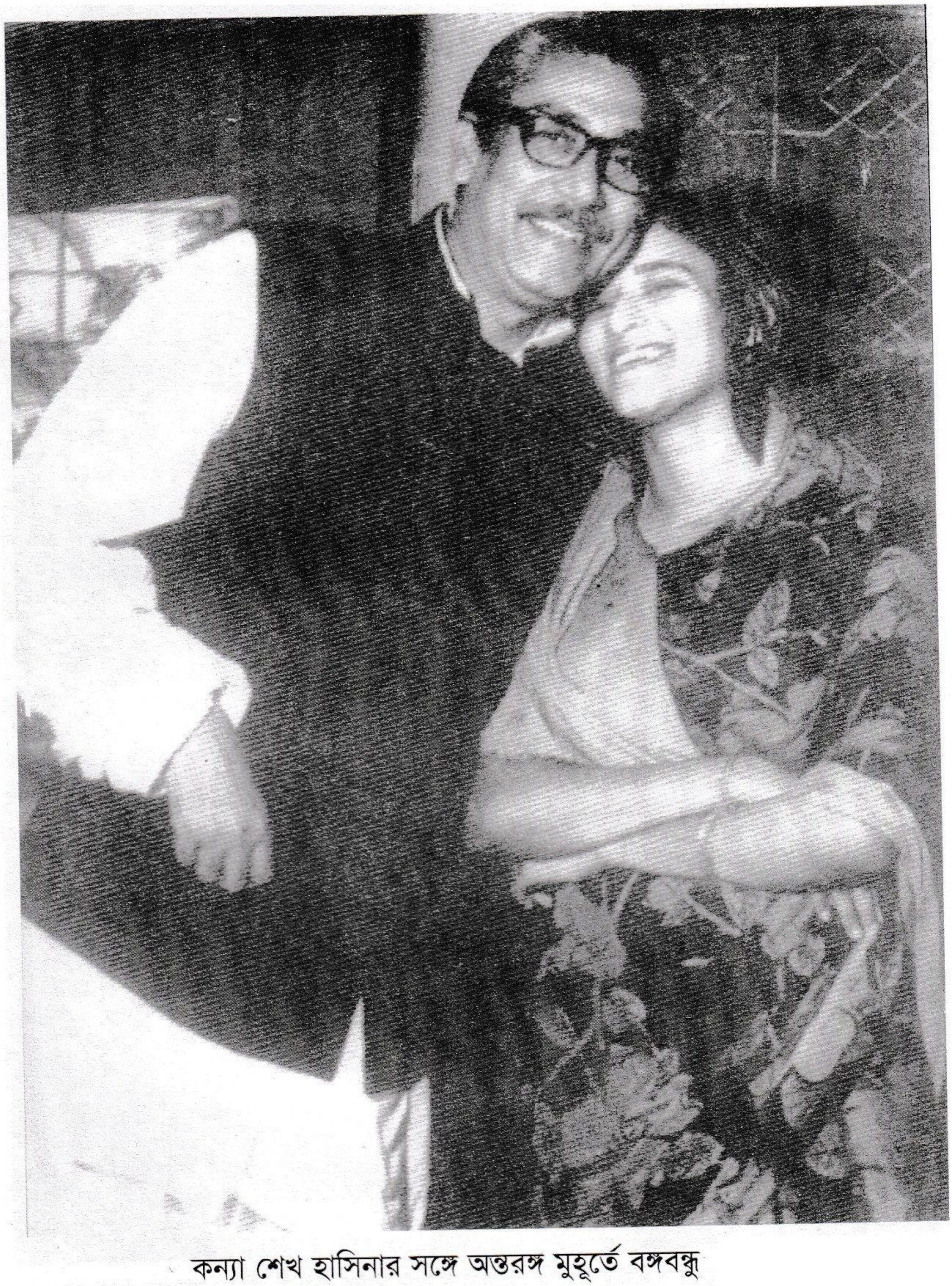

কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু

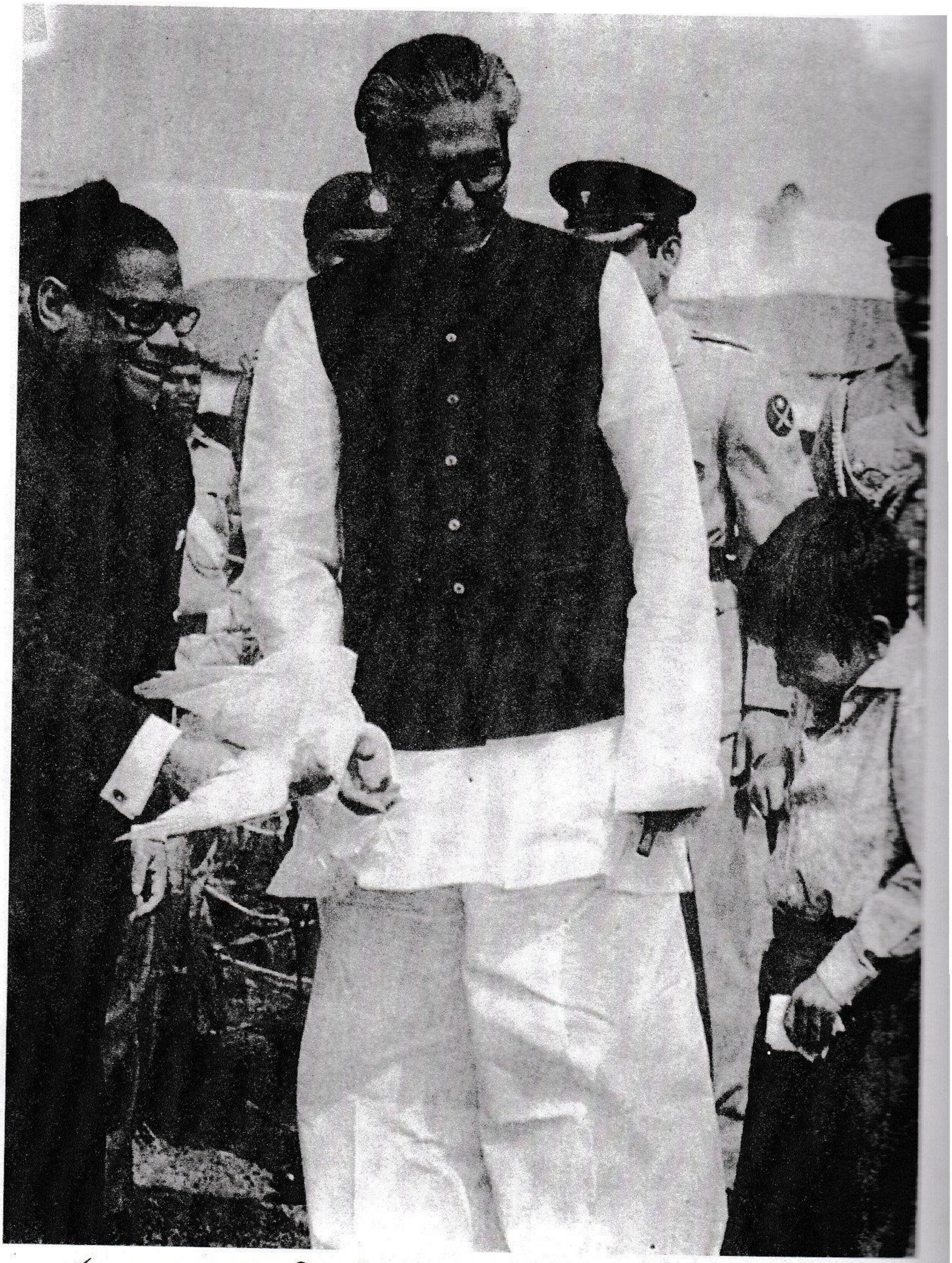

২৬ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী শান্তির কপোত উড়ানোর
-ক পর্যায়ে কৌতুক করে শেখ রাসেলকে বলছেন, 'তুমি উড়াবে, নাও।' পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

২৩ মার্চ ১৯৭১, ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে
স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করলেন বঙ্গবন্ধ

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে
স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কবুতর পছন্দ করতেন

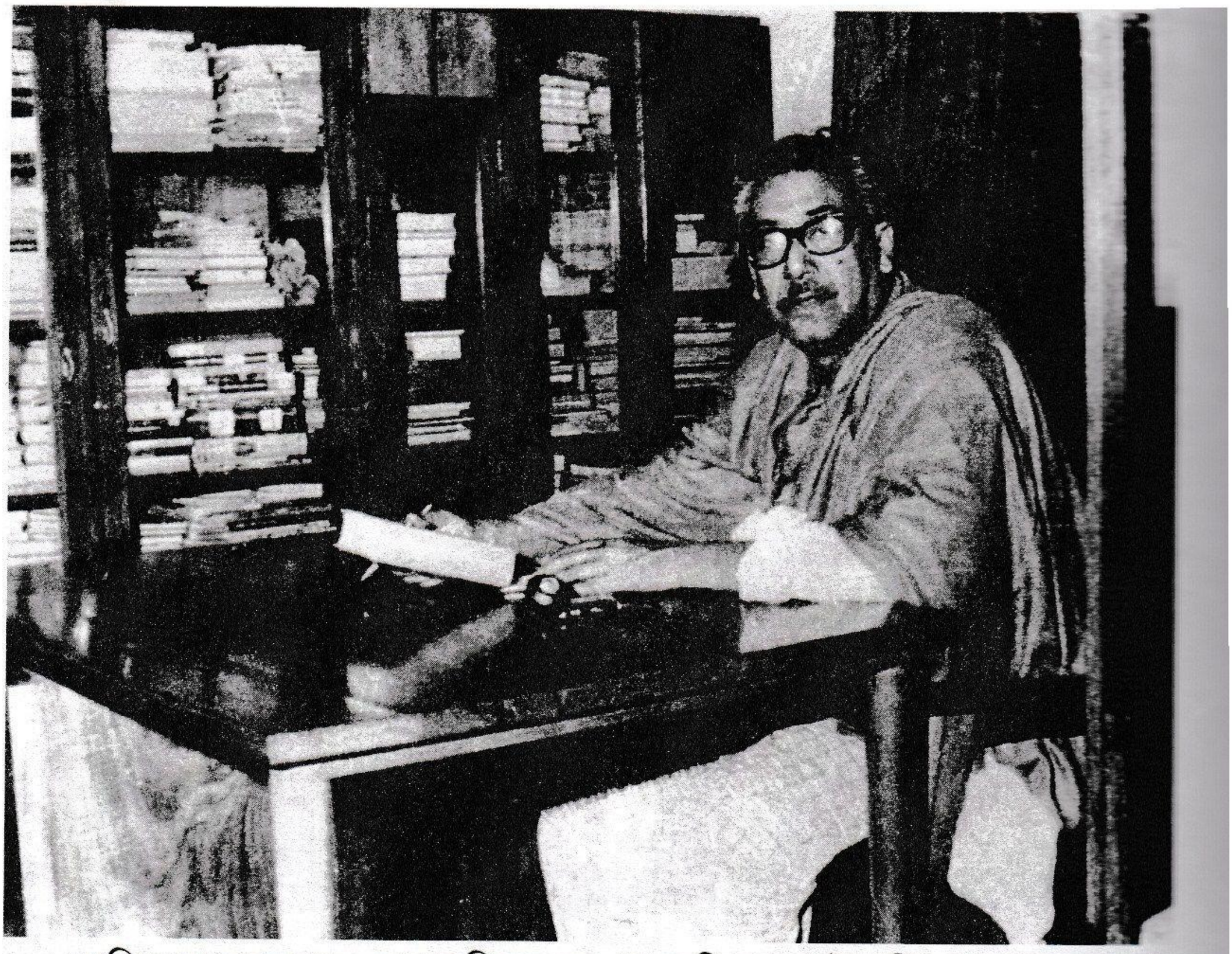

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করছেন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক ও বঙ্গবন্ধু

বাকিংহাম প্রাসাদে রানী এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপের সাথে বঙ্গবন্ধু

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল যোসেফ টেটো ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মস্কোর ক্রেমলিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা দিচ্ছেন

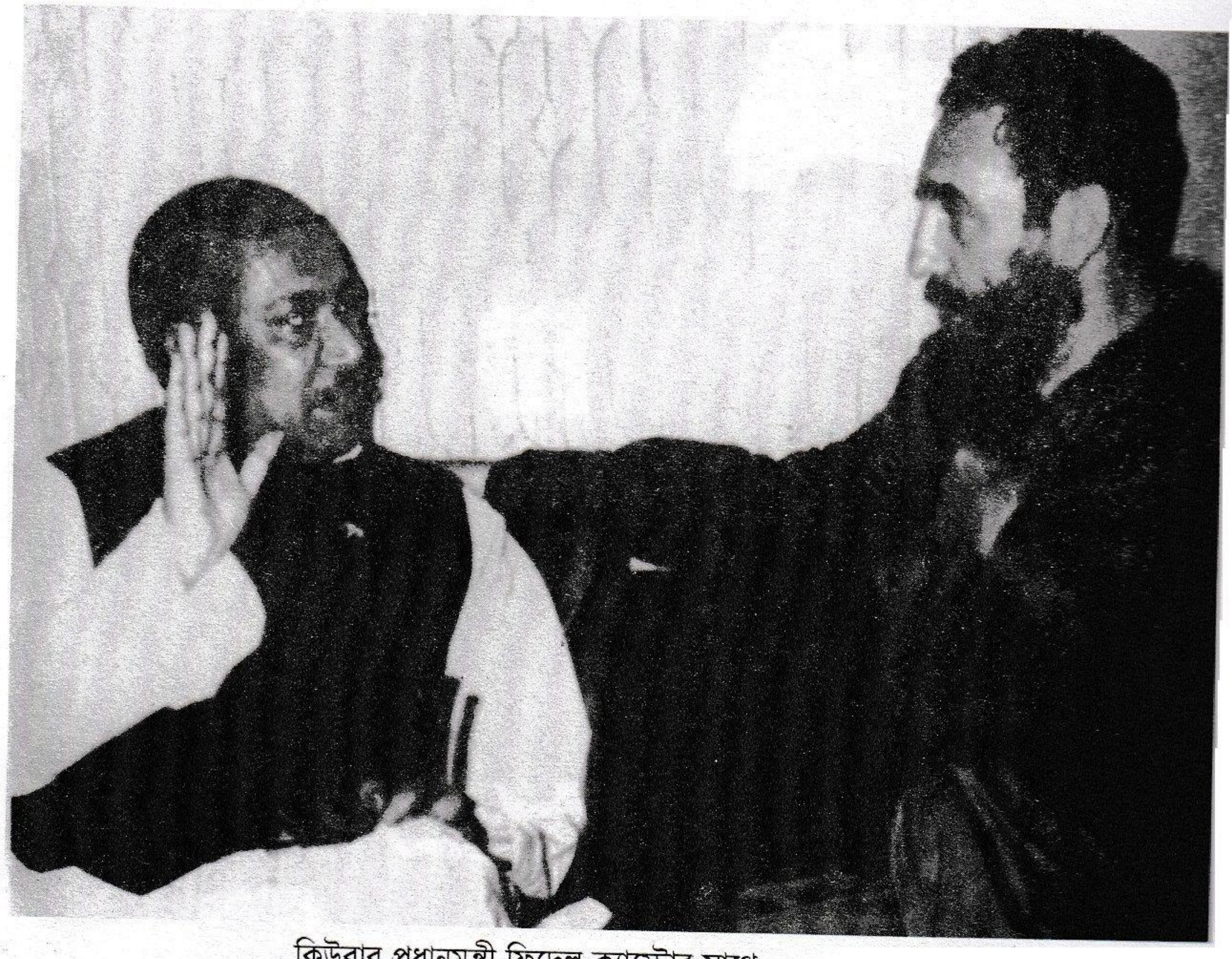

কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে

মায়ের আশীর্বাদে ধন্য হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

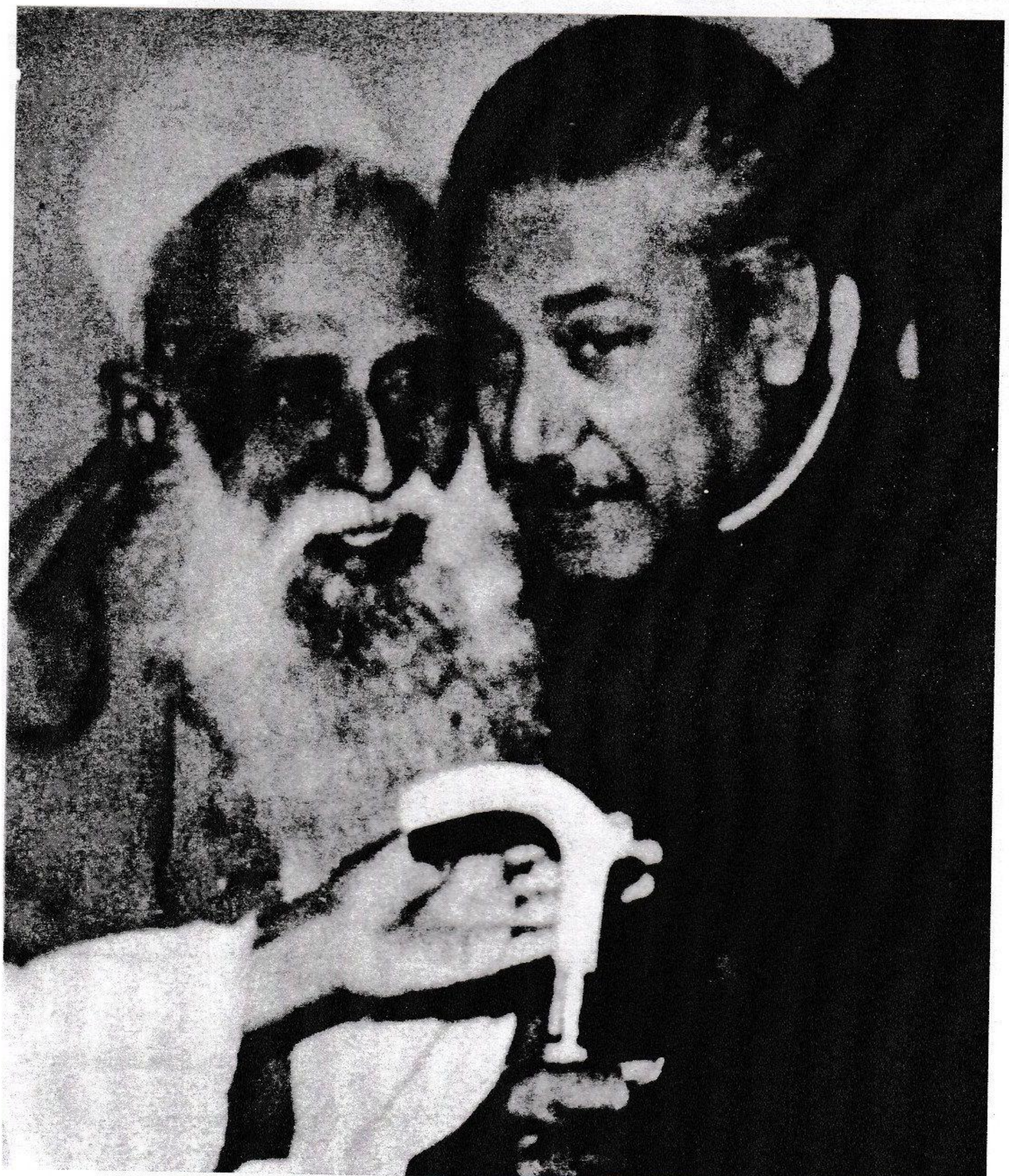

বাবার সাথে একান্ত সান্নিধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু

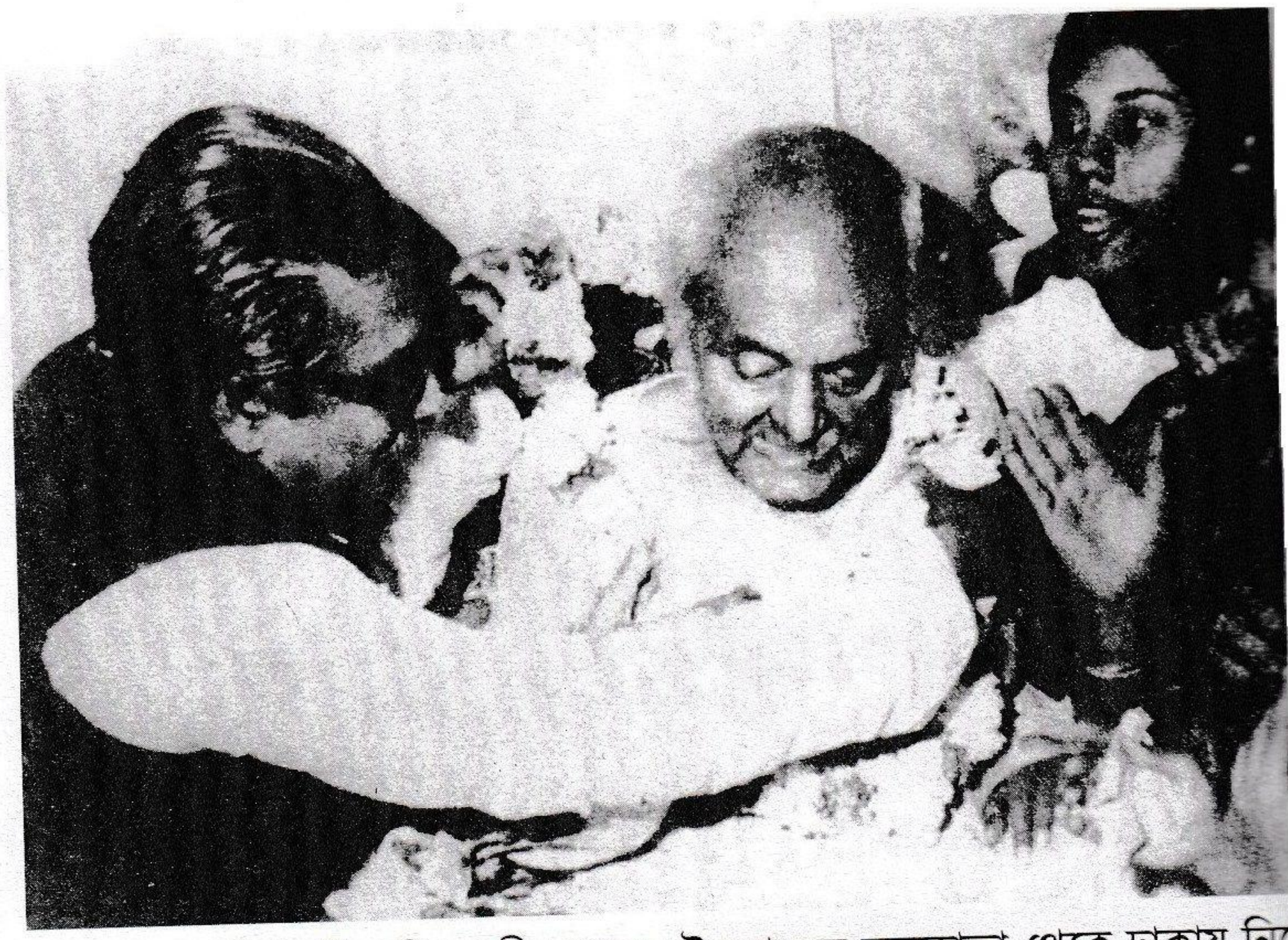

১৯৭২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার পর কবির সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলার মাটিতে পদার্পণ; জনতার উল্লাস

ছবি : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী, আফতাব আহমদ-এর অ্যালবাম থেকে

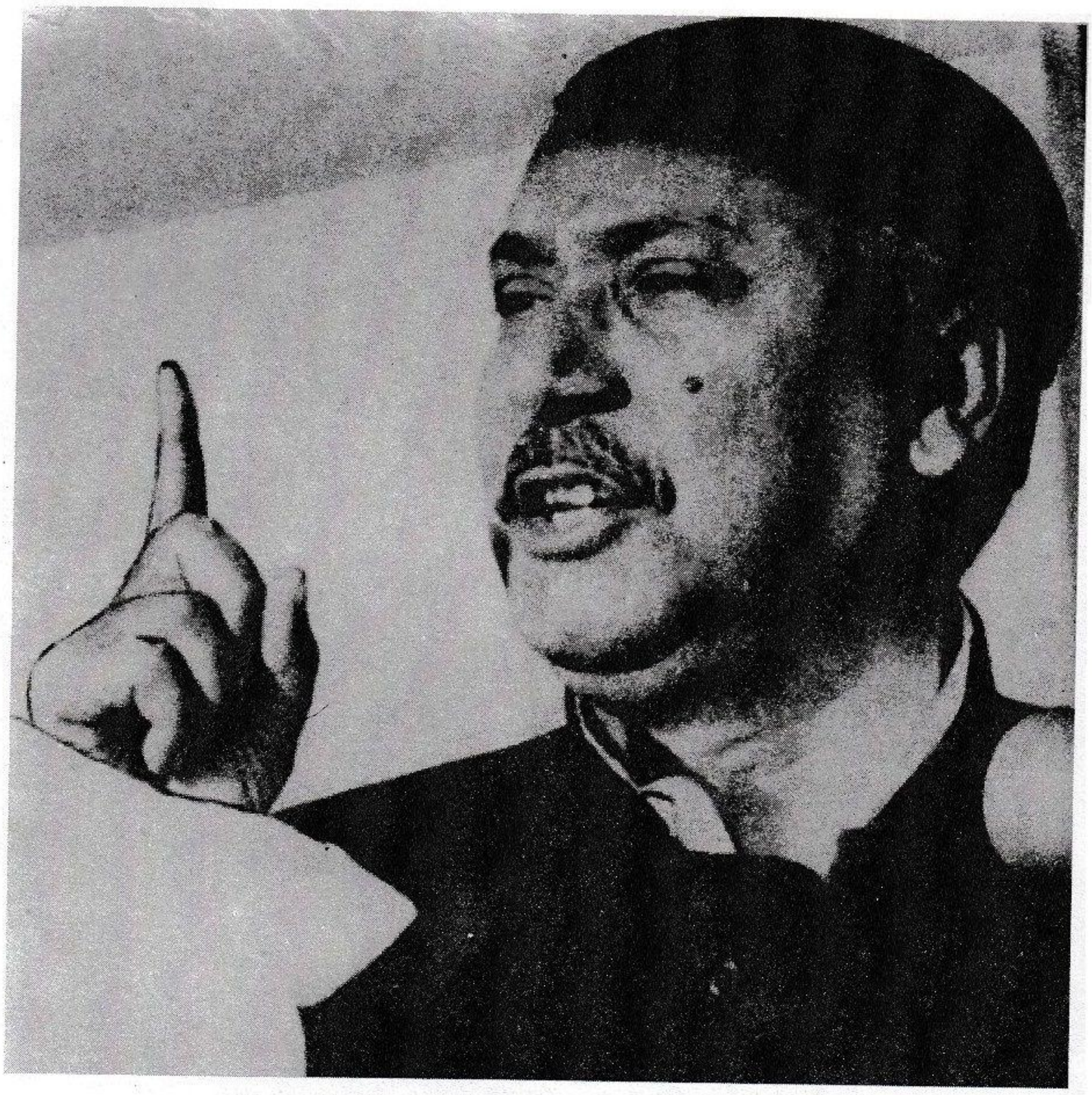

সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু

১৬ জানুয়ারি ১৯৭২ জাতীয় শোকদিবসে শহীদ মিনার চত্বরে শোকাহত মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানী, মোহাম্মদ হানিফ, মিসেস বদরুন্নেছা প্রমুখ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ (বামে),
মাঝে দাঁড়ানো আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, সর্বডানে আমির হোসেন আমু

১২ জানুয়ারি '৭২ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন

১৯৭৩, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বার শপথ নিচ্ছেন

১৯৫৭ সালে আমেরিকার বোস্টনে শেখ মুজিব ও অধ্যাপক শহীদ মুনীর চৌধুরী (মাঝে), পাশে মতিউল ইসলাম সিএসসি

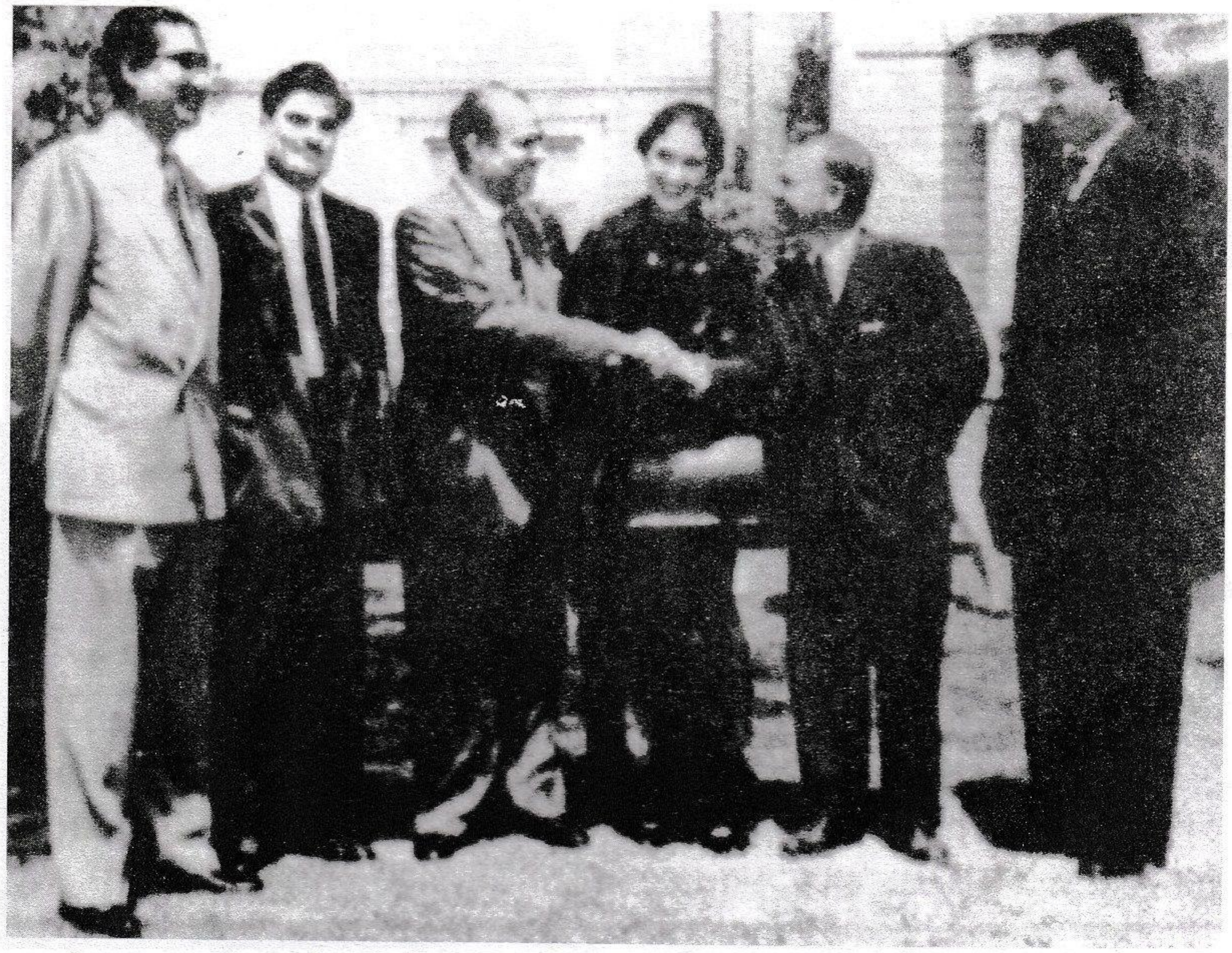

আমেরিকা সফরকালে শেখ মুজিব। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মার্কিন অভিনেতা মিকি রুনির

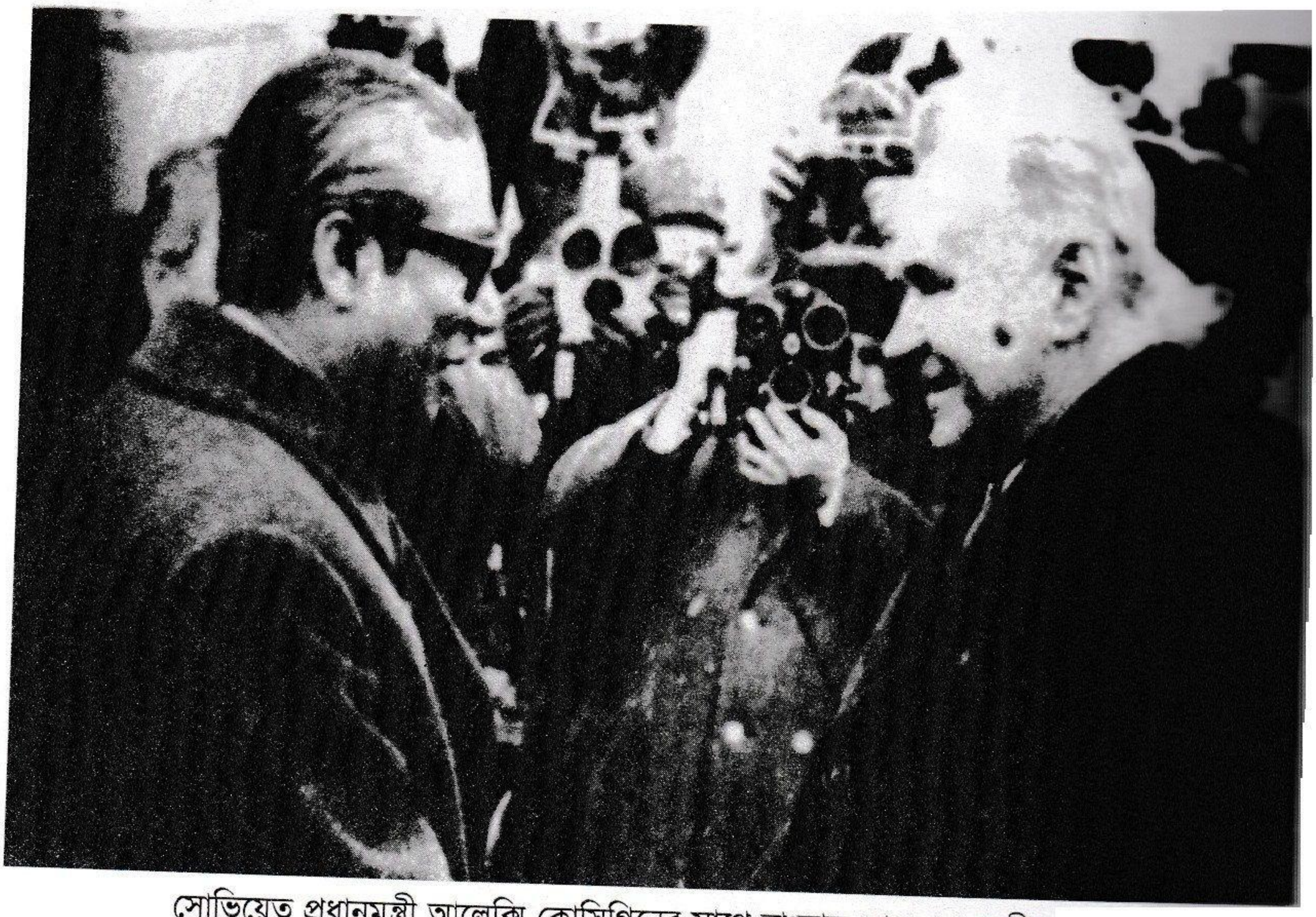

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘের সেক্রেটারি কুট ওয়াল্ডহেইমের সাথে আলোচনা করছেন বঙ্গবন্ধু, নিউইয়র্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ : পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ : পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে লন্ডন, পরে দিল্লি হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করছেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনা রেসকোর্সে পৌঁছার পর ঐতিহাসিক ও সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য ট্রাক থেকে নেমে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে 'নৌকা' আকৃতির বিশাল মঞ্চে

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শান্তির প্রতীক কবুতর ওড়াচ্ছেন

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম শহীদ দিবস উদযাপন
শহীদ মিনারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯ মার্চ ১৯৭২ : ২৫ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করছেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী

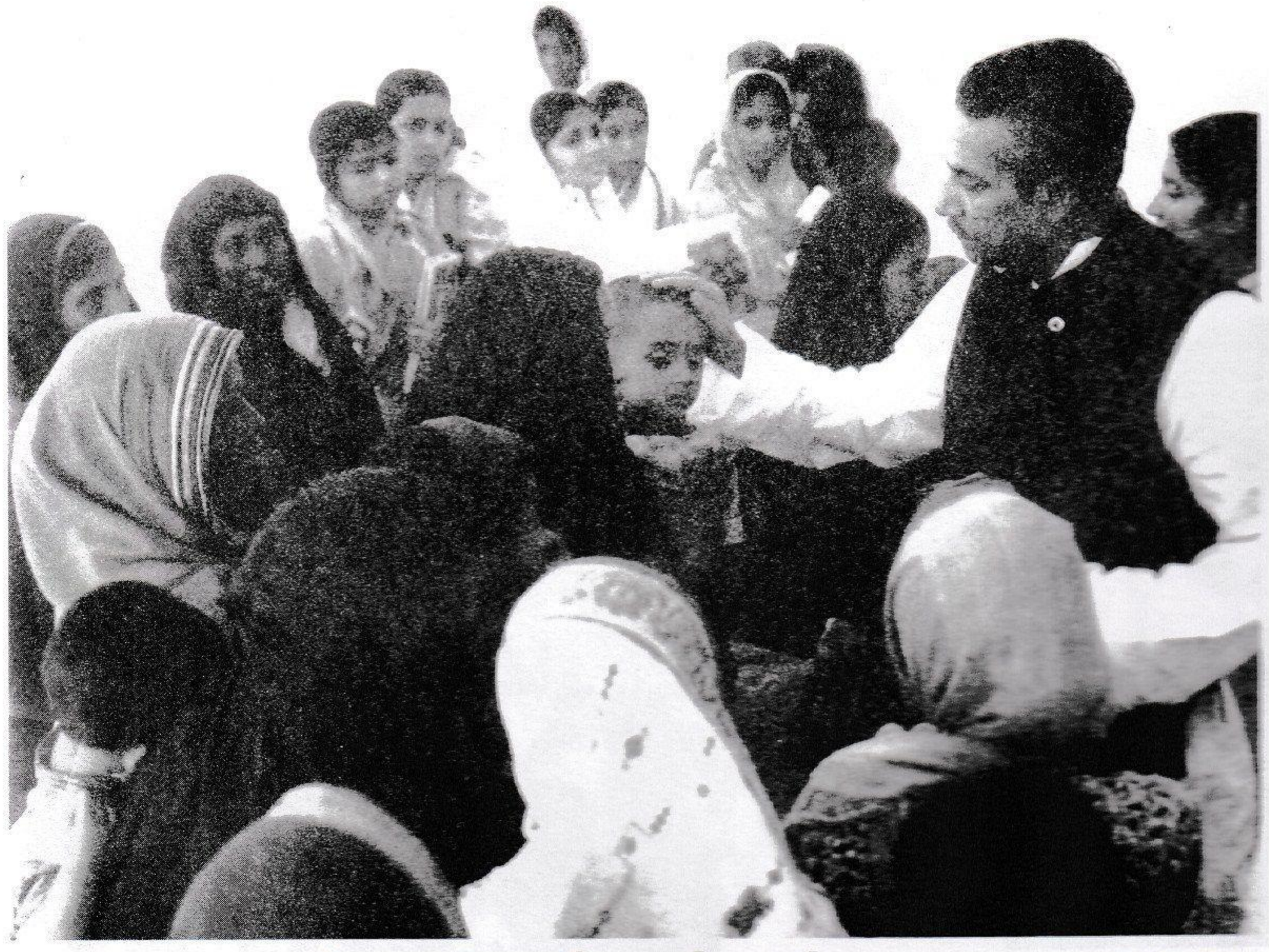

২৪ এপ্রিল ১৯৭২ : পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের পরিবার-পরিজন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

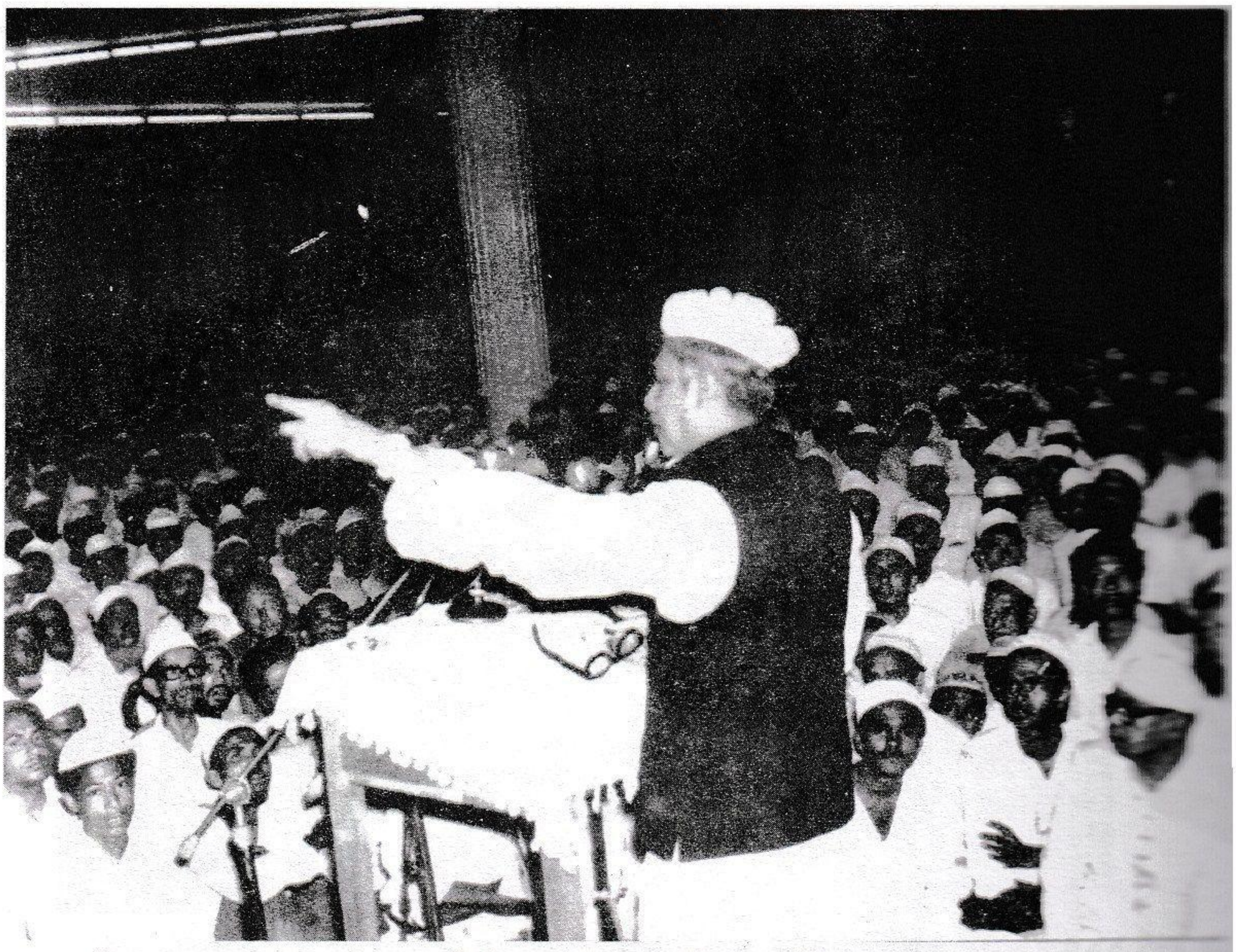

২৮ এপ্রিল ১৯৭২ : ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস উপলক্ষে সিরাতুন্নবী জলসায় ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সাল : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

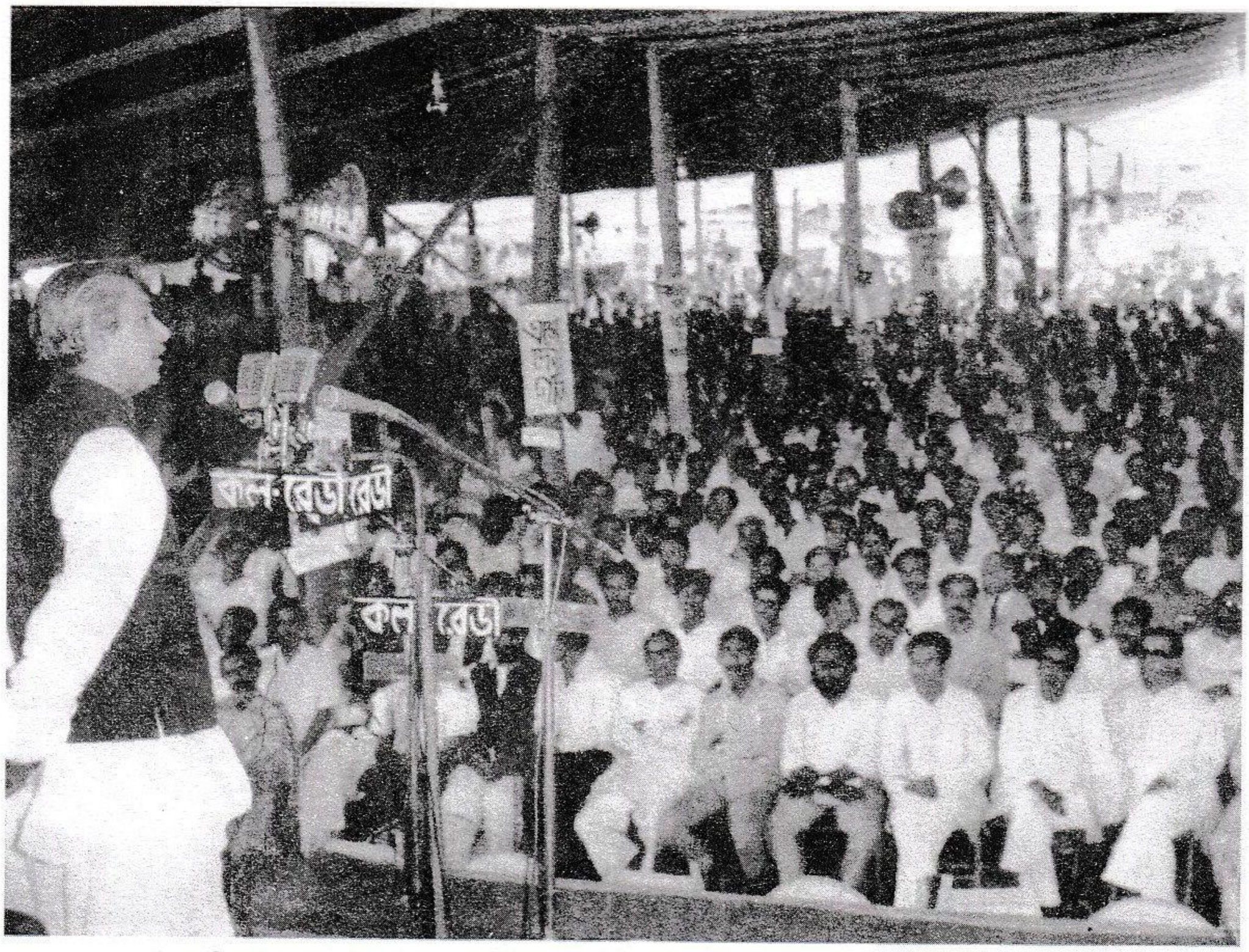

১৯৭২ সাল : আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সাল : আওয়ামী লীগ এমপি কফিল উদ্দিন চৌধুরীর নামাজে জানাজায় বঙ্গবন্ধু

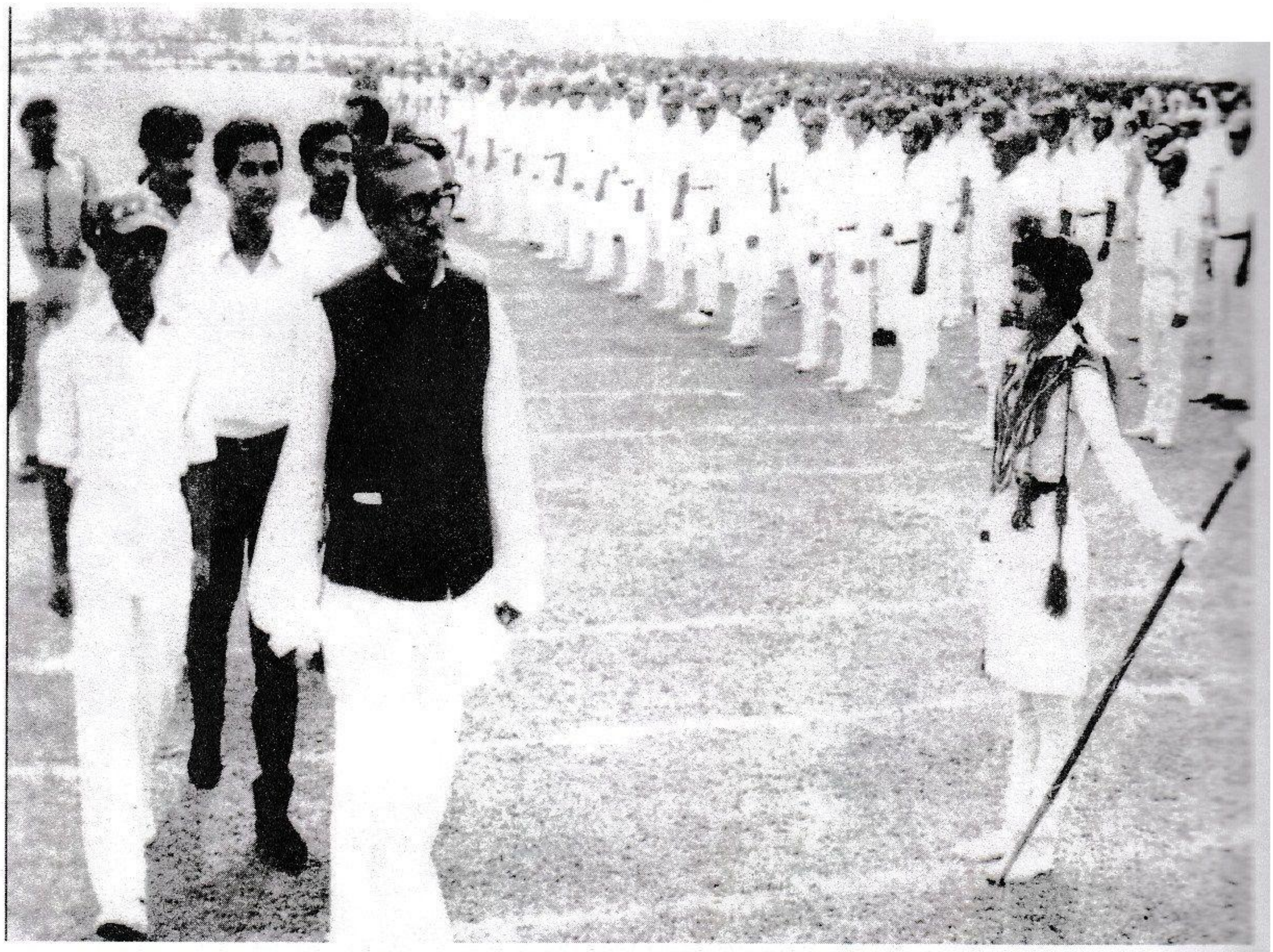

১৯৭২ সাল : সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন

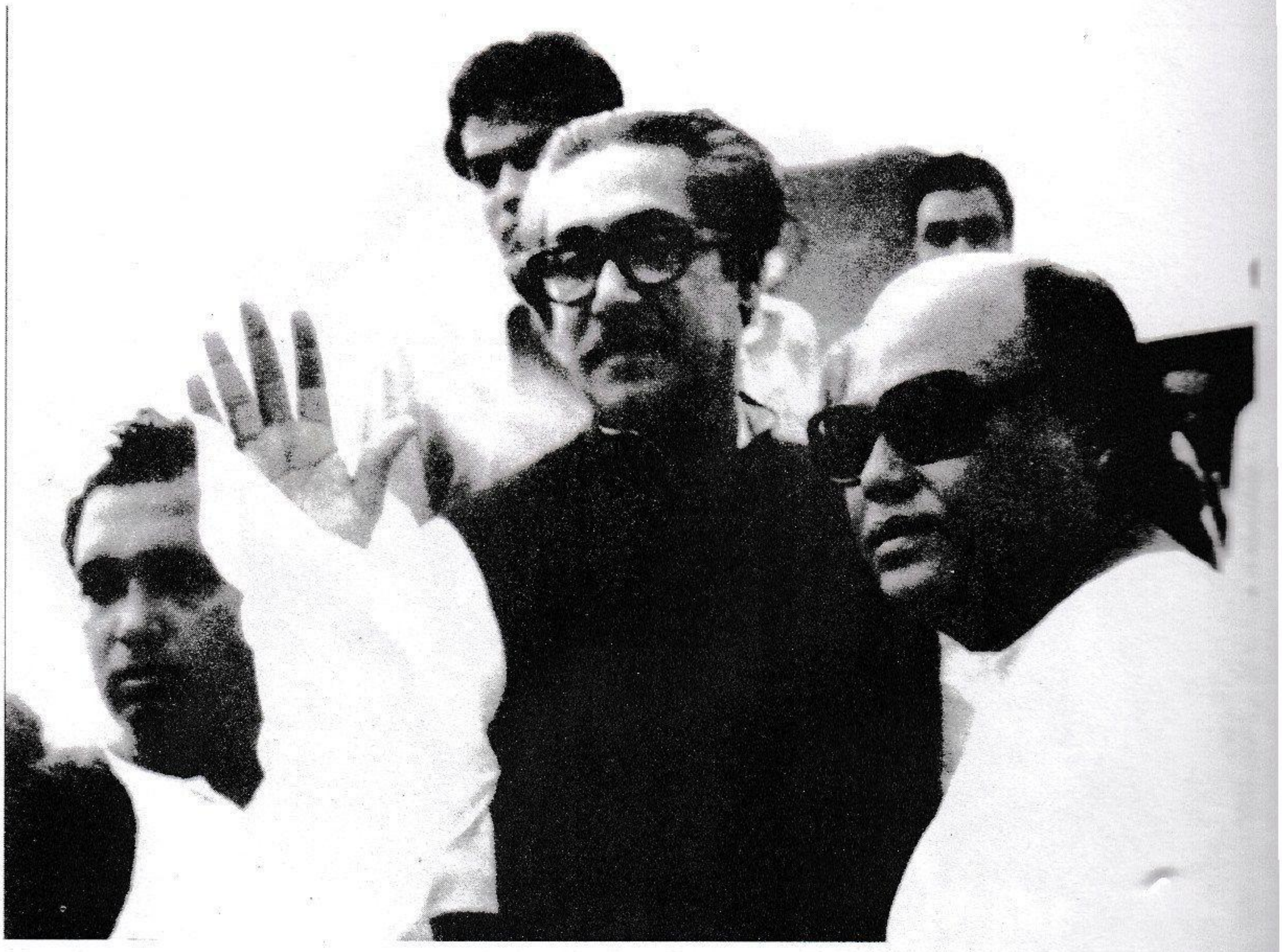

২৬ জুলাই ১৯৭২ : প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাত্রা করেন

অধ্যাপক ড.এস.এম আনোয়ারা ১৯৮১ সালে পিএসসির মাধ্যমে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশ করেন।

সরকারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করায় তিনি সরকারি চাকুরি ইস্তফা দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং বিভাগের একাধিক বার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৩ সালে প্রেষণে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বিজ্ঞ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ড. আনোয়ারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ের নারীর ক্ষমতায়নসহ বেশ কিছু গ্রন্থের রচয়িতা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত গবেষণা জার্নালসমূহে তাঁর বহু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৭১ সালে ৯নং সেক্টরে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৫ সালে ডা.এম.এ. ওয়াজেদ মিঞা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসেবে স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে ২০১০, ২০১১, ২০১২ সালে 'সম্মাননা' পদক লাভ করেন। ২০১৪ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি বহু-একাডেমিক গ্রন্থের লেখক। এর মধ্যে উলেখযোগ্য-আন্তর্জাতিক রাজনীতি, লোক প্রশাসন, সার্ক থেকে সাফটা, নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া, রাষ্ট্র বিজ্ঞান। তিনি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা সফরে-ভারত, ইরান, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ভিয়েতনাম, সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন।

প্রফেসর ড.এস.এম. আনোয়ারা বেগমের স্বামী ড. মো. মাহমুদুর রহমান একজন উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি তিন সন্তানের জননী।